সময়ী
গল্পঃ আলীম আজিজ
আঁকাঃ শান্তনা শান্তমা

বৃহস্পতিবার, হাটবার।

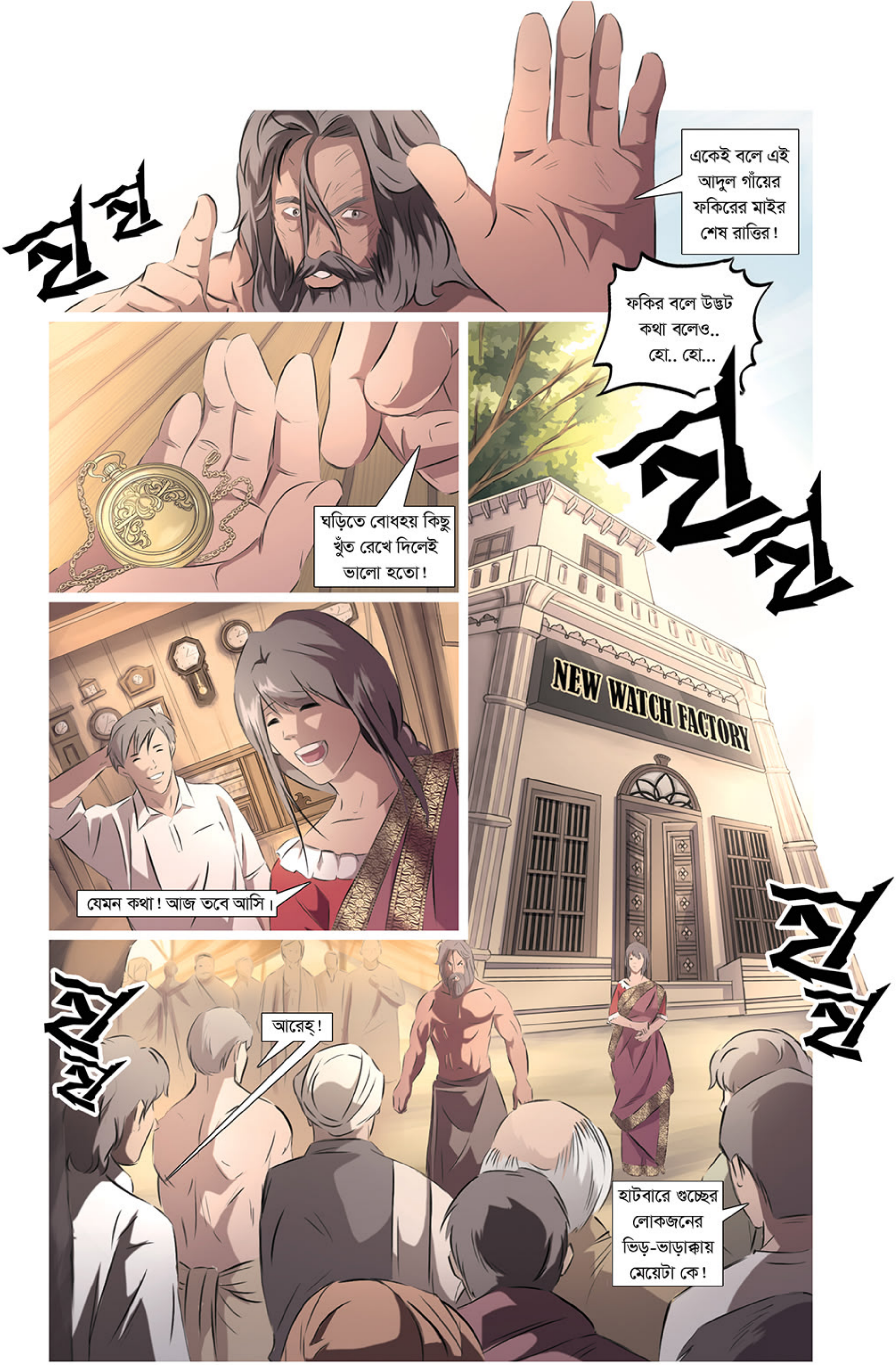
একেই বলে এই আদুল গাঁয়ের ফকিরের মাইর শেষ রাত্তির!
ফকির বলে উদ্ভট কথা বলেও.. হো.. হো...
ঘড়িতে বোধহয় কিছু খুঁত রেখে দিলেই ভালো হতো!
যেমন কথা! আজ তবে আসি।
NEW WATCH FACTORY
আরেহ্!
হাটবারে গুচ্ছের লোকজনের ভিড়-ভাড়াক্কায় মেয়েটা কে!

FACTORY
পাতকী! পাতকী হবি তুই!
জমিদার বিপিন রায় চৌধুরীর মেয়ে, মৃন্ময়ী! আগেও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দুই দফা এসেছে দেখলাম কারিগরের কাছে!
জমিদারবাবু!
NEW WATCH FACTORY
ঘড়ি সারাইয়ের জন্য নাকি...

বাবা...
খাতকা!!
খাতকা!!
হাটের ওই ঘটনাটি সহজভাবে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিন দিন পরই মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। কলকাতায় শোভাবাজারে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে সহসাই বিয়ে মৃণ্ময়ীর।
তোমাকে অগ্রিম জানাতে পারিনি তাই আমাকে তুমি ক্ষমা করো বন্ধু।
-ইতি প্রীতিভাজনেষু,
বিপিন রায় চৌধুরী
NEW WATCH FACTORY
NEW WATCH FACT

ছয় বছর পর...
বিপিন রায় চৌধুরীর মেয়ে, মনে আছে?
ওই মৃন্ময়ী নাকি স্বামীকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে! এই যে আনন্দবাজার ছেপেছে!
সর্বনাশ! স্বামীকে খুন! হায় ভগবান!

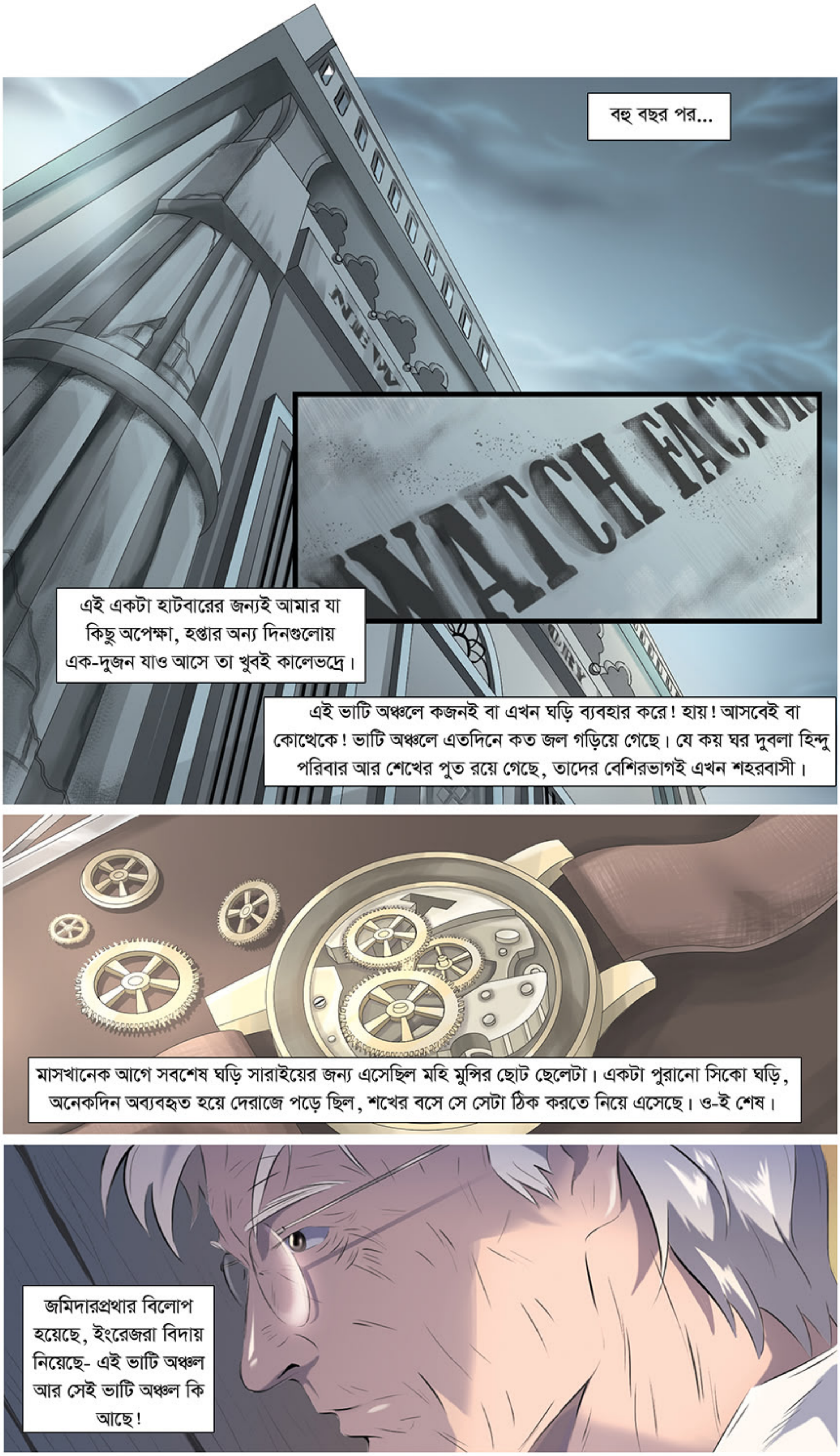
বহু বছর পর...
WATCH FACTOR
এই একটা হাটবারের জন্যই আমার যা কিছু অপেক্ষা, হপ্তার অন্য দিনগুলোয় এক-দুজন যাও আসে তা খুবই কালেভদ্রে।
এই ভাটি অঞ্চলে কজনই বা এখন ঘড়ি ব্যবহার করে! হায়! আসবেই বা কোত্থেকে! ভাটি অঞ্চলে এতদিনে কত জল গড়িয়ে গেছে। যে কয় ঘর দুবলা হিন্দু পরিবার আর শেখের পুত রয়ে গেছে, তাদের বেশিরভাগই এখন শহরবাসী।
মাসখানেক আগে সবশেষ ঘড়ি সারাইয়ের জন্য এসেছিল মহি মুন্সির ছোট ছেলেটা। একটা পুরানো সিকো ঘড়ি, অনেকদিন অব্যবহৃত হয়ে দেরাজে পড়ে ছিল, শখের বসে সে সেটা ঠিক করতে নিয়ে এসেছে। ও-ই শেষ।
জমিদারপ্রথার বিলোপ হয়েছে, ইংরেজরা বিদায় নিয়েছে- এই ভাটি অঞ্চল আর সেই ভাটি অঞ্চল কি আছে!

আগে ছিল, আগে জমিদার আমলে, তখন মাড়োয়ারিরা আসত দল বেঁধে, বানিয়ারা আসত, আসত দূর-দূরান্তের ধনী কারবারিরা।
হররোজই আসা-যাওয়া ছিল, তাদের হাতে-বুক-পকেট থেকে বেরিয়ে থাকত সোনার কলাই করা ঘড়ি, ঘড়ির চিকন সোনারঙা চেইন।
রোদে কী রকম তা ঝিকিয়ে উঠত! কোথায় হারিয়ে গেল সব! এই হাট তো আজ প্রায় ফুরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ধুঁকছে।
যেমন এই আমি নিজেও জীবনসায়াহ্নের শেষ মাথায়, এই হাটের মতোই অপেক্ষা করছি শেষ বিলয়ের

ছয়টা–দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এল।
দোকানের ওপরের ওই ছোট ঘরটাতে আমি ফিরি ঠিকই, কিন্তু কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করে না। কাজ বলতে ওই যত্‌সামান্য কিছু খাবারের এন্তেজাম করা, বিস্বাদ আর একঘেয়ে–
সম্ভবত, আমার মতো একা থাকা লোকেরাই কেবল এই খাবার খায়।
এরপর খুব অনিচ্ছায় গা এলিয়ে দেই বিছানায়। কিন্তু ঘুমে শরীর-মন চাঙা হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নেই।
আমার কাছে ঘুম শুধু বিরামহীন এক স্বপ্নযাত্রা, যা ফিরিয়ে নিয়ে যায় তিক্ত, দগ্ধ অতীতে।
কত অতীত? পঞ্চাশ, ষাট? শুধু মনে আছে বড় বাদল দিন ছিল সেদিন, আকাশ উদোম করে দিয়েছিল আমার বুক।
সেই ঝড়জলের দিনেই চিরকালের এক দুঃখ জমা দিয়ে চলে গিয়েছিল একজন।

কিন্তু বাইরে কি কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল! এ রকম ভরসন্ধ্যায় তো দোকানে কোনো খদ্দের আসে না।
তাহলে?
আহুম! সারাইয়ের কাজ আছে কোনো?

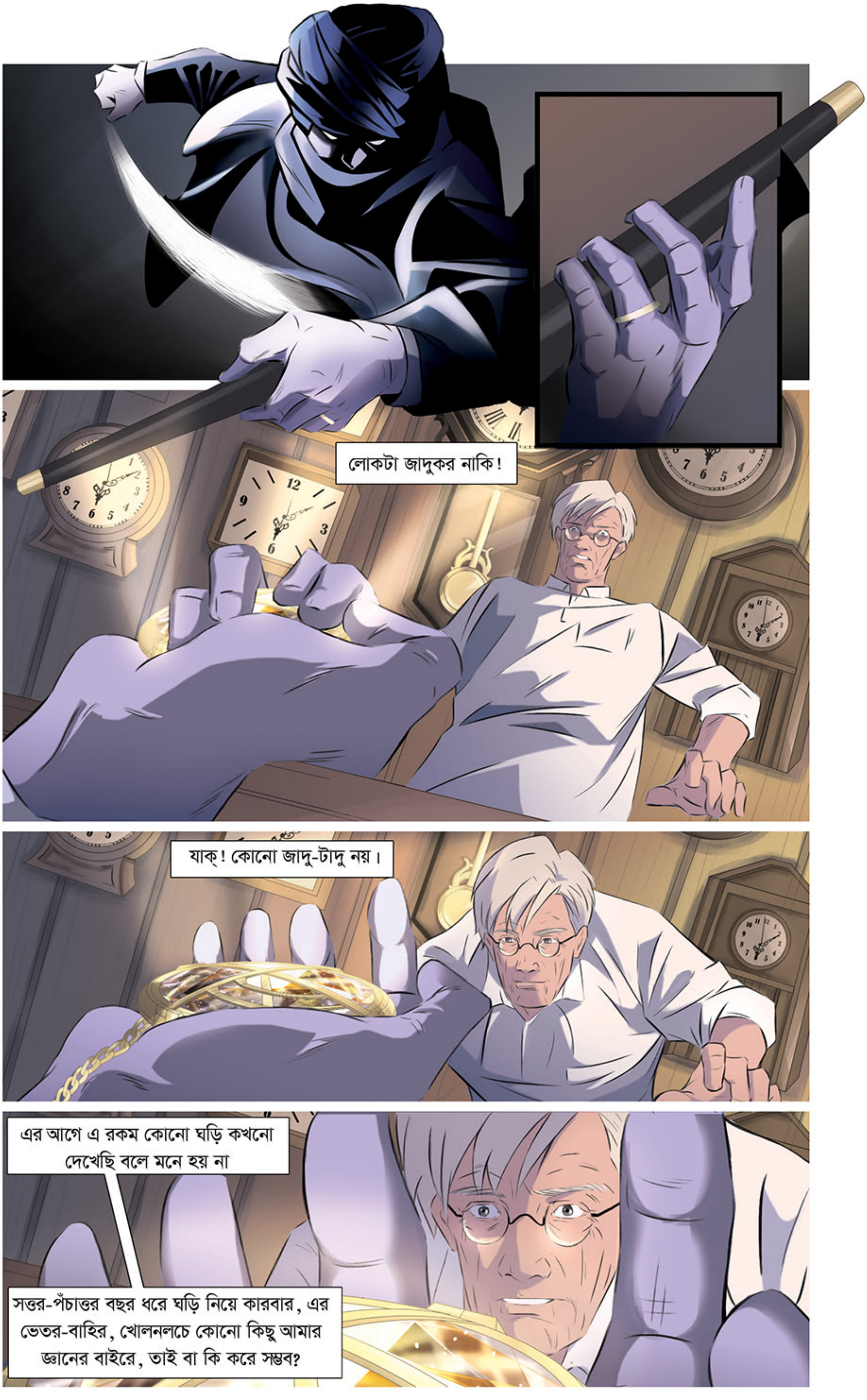
লোকটা জাদুকর নাকি!
যাক্! কোনো জাদু-টাদু নয়।
এর আগে এ রকম কোনো ঘড়ি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না
সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে ঘড়ি নিয়ে কারবার, এর ভেতর-বাহির, খোলনলচে কোনো কিছু আমার জ্ঞানের বাইরে, তাই বা কি করে সম্ভব?

তাহলেই ঘড়িটা ইচ্ছেমতো নেড়েচেড়ে দেখতে পারবো, ওপরের ডালাটা খুলে ভেতরটা দেখা না পর্যন্ত আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।
ইচ্ছে হচ্ছে লোকটার তালু থেকে ঘড়িটা ছিনিয়ে নেই!
কিন্তু, এটা চরম অভব্যতা হবে। এই ঘড়ি বিশেষ কারও সৌকর্যের স্বাক্ষর, দক্ষ কোনো কারিগরের নিপুণ হাতের শিল্প...
এই ঘড়ি কস্মিনকালেও দেখেনি। আমি নিশ্চিত।
এই ঘড়িটা একটু দেখুন তো।
আচ্ছা,
ঠিক কী সমস্যা? এ তো খুব দামি ঘড়ি বলে মনে হচ্ছে! এই ঘড়ি...
না কোনো সমস্যা নেই। ঘড়ি ঠিক আছে। তারপরও মনে হলো আপনি একটু দেখে দেন। বাড়তি যত্ন-আত্তি আরকি!
ওহ! হ্যাঁ, দামি জিনিসের যত্ন নিতেই হয়। তাতে বরং জিনিস ভালো থাকে। বেশির ভাগ লোকজন অবশ্য এটা বোঝে না। একটু হুঁশিয়ার থাকলেই কিন্তু ঘড়িটা অনেক দিন সচল থাকতে পারে...

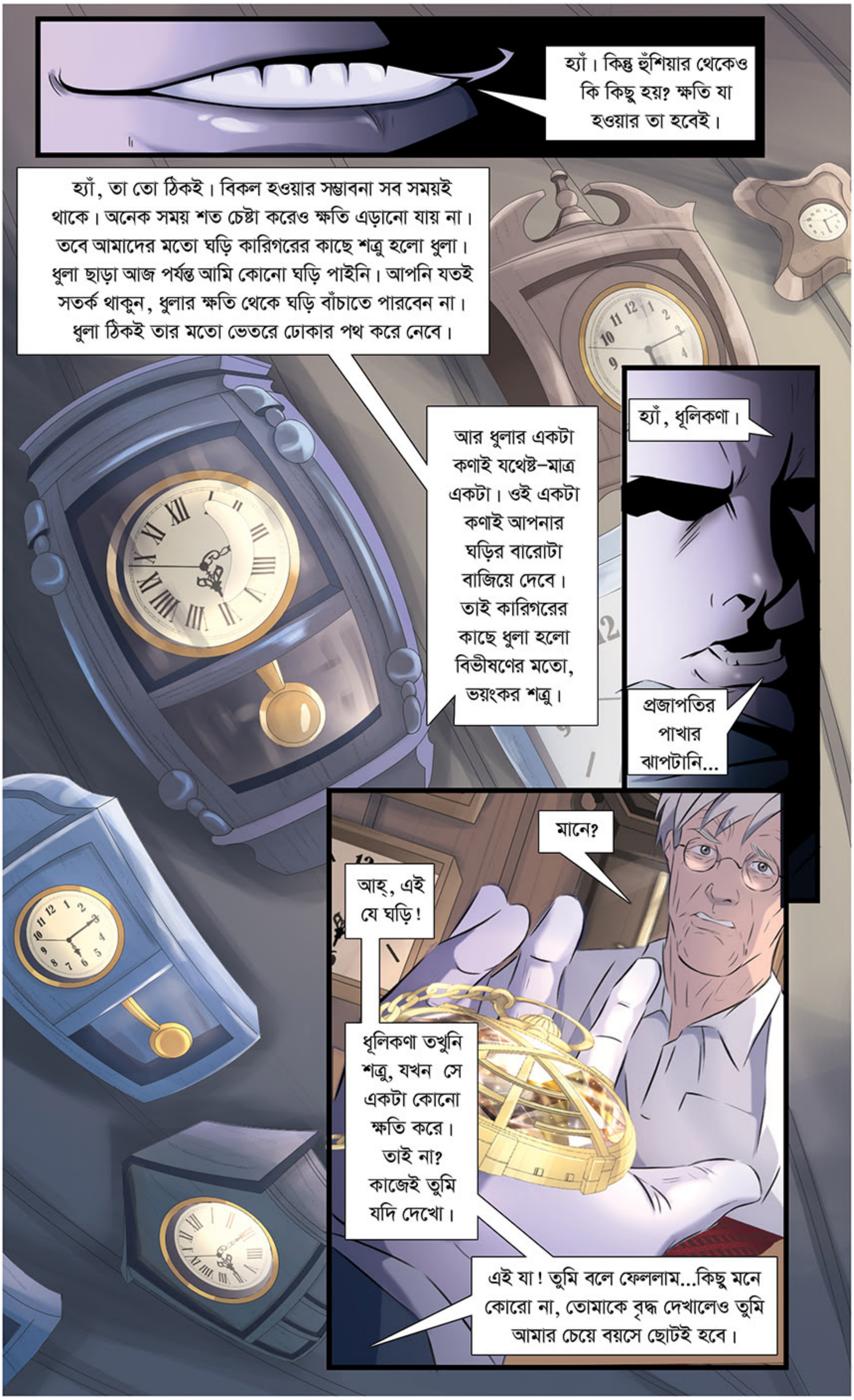
হ্যাঁ। কিন্তু হুঁশিয়ার থেকেও কি কিছু হয়? ক্ষতি যা হওয়ার তা হবেই।
হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। বিকল হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। অনেক সময় শত চেষ্টা করেও ক্ষতি এড়ানো যায় না। তবে আমাদের মতো ঘড়ি কারিগরের কাছে শত্রু হলো ধুলা। ধুলা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি কোনো ঘড়ি পাইনি। আপনি যতই সতর্ক থাকুন, ধুলার ক্ষতি থেকে ঘড়ি বাঁচাতে পারবেন না। ধুলা ঠিকই তার মতো ভেতরে ঢোকার পথ করে নেবে।
আর ধুলার একটা কণাই যথেষ্ট–মাত্র একটা। ওই একটা কণাই আপনার ঘড়ির বারোটা বাজিয়ে দেবে। তাই কারিগরের কাছে ধুলা হলো বিভীষণের মতো, ভয়ংকর শত্রু।
হ্যাঁ, ধূলিকণা।
প্রজাপতির পাখার ঝাপটানি...
মানে?
আহ্, এই যে ঘড়ি!
ধূলিকণা তখুনি শত্রু, যখন সে একটা কোনো ক্ষতি করে। তাই না? কাজেই তুমি যদি দেখো।
এই যা! তুমি বলে ফেললাম...কিছু মনে কোরো না, তোমাকে বৃদ্ধ দেখালেও তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে।

জি!
কত বয়স এই লোকের? আমার চেয়েও বড়? এই এলাকায় সেনগুপ্তদের ঠাকুরদা সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি তার চেয়ে মেরেকেটে বড়জোর পাঁচ-ছয় বছরের ছোট হবো। গত বৈশাখেই সেনেরা তার শতবর্ষ পালন করেছে।
তাহলে? এই লোক আমার চেয়ে বড় হয় কীভাবে?
শোনো, তুমি যদি জানোই ধূলির ঠিক কোন কণাটা ঘড়ির কলকবজার ক্ষতি করছে, তুমি তা পরিষ্কার করলেই কিন্তু লেঠা চুকে যায়।
কিন্তু ঘড়ি বিকল না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু তুমি জানতে পারছ না যে কণা কোথায় গিয়ে দাঁত বসিয়েছে। পারছ? পারছ না।
জি।
এই ব্যাপারটারও একটা নাম আছে, বুঝলে? একেই বলে কার্যকারণ। ধূলিকণা তখুনি কারণ হয়ে ওঠে, যখন কোনো কর্ম সম্পন্ন হয়–এই কর্ম কী? ঘড়ি বিকল করে দেওয়া। কাজেই কর্ম, মানে ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কিন্তু তুমি কারণ পাচ্ছ না।
এসব হলো সময়ের বুজরুকি, বুঝলে? ঘটনা ঘটবে, তারপর কারণ উদ্ঘাটিত হবে, তাই না? তুমি চাইলেও তাই আগেভাগে কারণকে প্রভাবিত করতে পারছ না। অন্তত কোনো স্বাভাবিক নিয়মে।
কিন্তু তুমি যদি অতীত ভ্রমণ করতে পারতে, তাহলে কিন্তু অনায়াসেই ফলাফল পাল্টে দিতে পারতে।

হ্যাঁ! তা পারলে তো হতোই! কারণ নেই তো ঘটনাও নেই...খুব সরল।
না, অত সরলও না। একটা উদাহরণ দিই: ধরো তুমি অতীতে ফিরে গেছ, ওখানে যাওয়ার পর দুর্ঘটনাক্রমে তুমি তোমার বাবা-মায়ের কোনো একজনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালে–তুমি জন্মানোর আগেই।
এর অর্থ কী দাঁড়াল, অনুমান করতে পারো? তোমার জন্মের আগেই তোমার বাবা-মায়ের একজন মারা গেলে...তোমার তো আর জন্মই হয় না। আর তোমার জন্ম না হলে তুমি অতীতে যাবে কীভাবে?

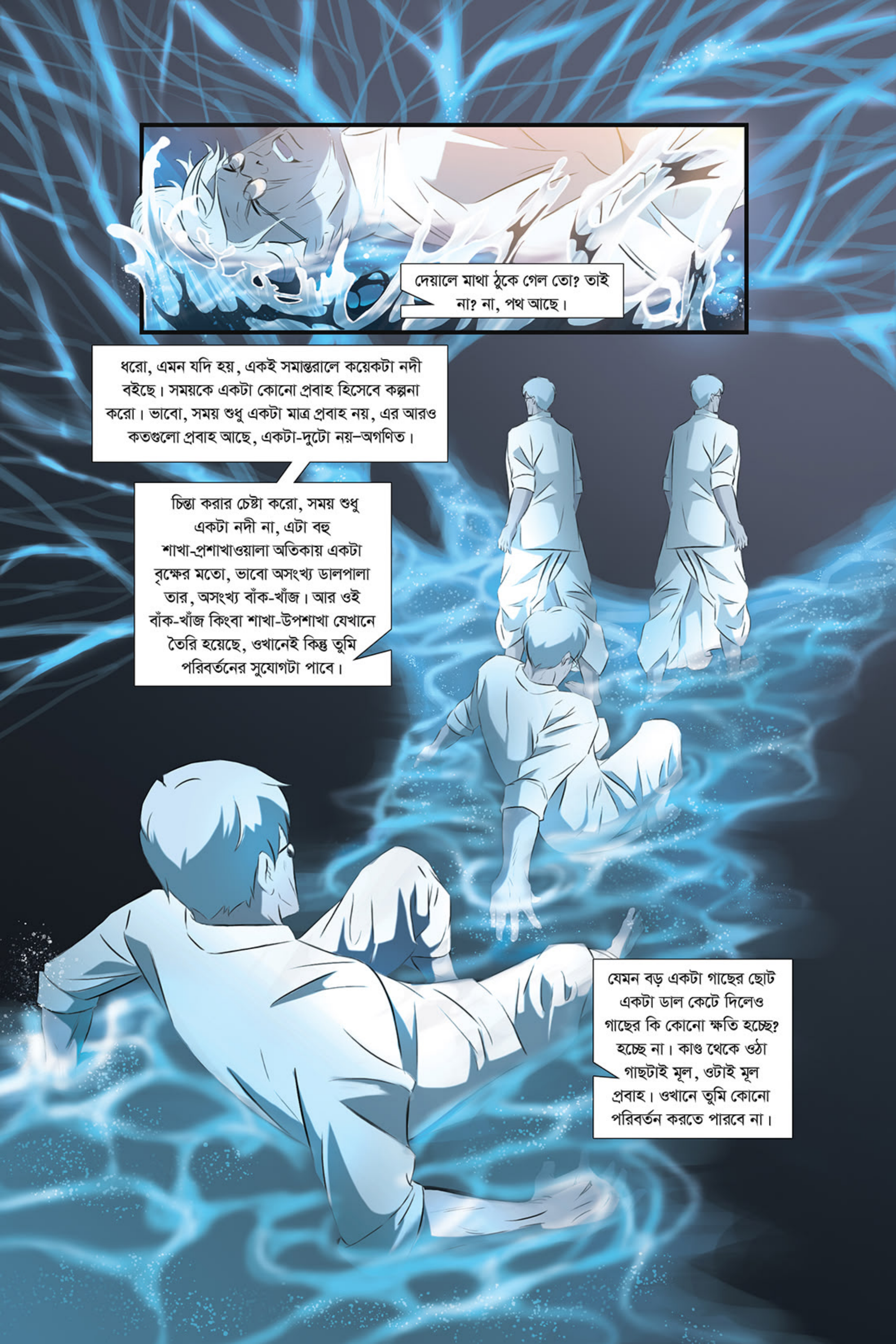
দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল তো? তাই না? না, পথ আছে।
ধরো, এমন যদি হয়, একই সমান্তরালে কয়েকটা নদী বইছে। সময়কে একটা কোনো প্রবাহ হিসেবে কল্পনা করো। ভাবো, সময় শুধু একটা মাত্র প্রবাহ নয়, এর আরও কতগুলো প্রবাহ আছে, একটা-দুটো নয়–অগণিত।
চিন্তা করার চেষ্টা করো, সময় শুধু একটা নদী না, এটা বহু শাখা-প্রশাখাওয়ালা অতিকায় একটা বৃক্ষের মতো, ভাবো অসংখ্য ডালপালা তার, অসংখ্য বাঁক-খাঁজ। আর ওই বাঁক-খাঁজ কিংবা শাখা-উপশাখা যেখানে তৈরি হয়েছে, ওখানেই কিন্তু তুমি পরিবর্তনের সুযোগটা পাবে।
যেমন বড় একটা গাছের ছোট একটা ডাল কেটে দিলেও গাছের কি কোনো ক্ষতি হচ্ছে? হচ্ছে না। কাণ্ড থেকে ওঠা গাছটাই মূল, ওটাই মূল প্রবাহ। ওখানে তুমি কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না।

কিন্তু ওখান থেকে গজানো অসংখ্য শাখা-উপশাখায় তুমি কার্যকারণ পাল্টে দিতে পারো, এটা সম্ভব।
ওই শাখা-প্রশাখার দুটোতেই তুমি হাজির আছ। দুই প্রবাহেই দুজন তুমি উপস্থিত আছ, একই সঙ্গে।
তোমার ইচ্ছে করে না... পেছনে গিয়ে একটা কোনো ঘটনা পাল্টে দেওয়ার?
ইচ্ছে করে না দীর্ঘশ্বাসের কারণটা উল্টে ফেলার?
এসব কী বলছেন?
আমি চাইলে কী হবে? অতীতে কখনো কি ফিরে যাওয়া সম্ভব? কেউ কখনো যেতে পেরেছে?

ঘড়িটা ভালো করে দেখো।

এটা কি মৃত্যু? যদি তা-ই হয়, তাহলে মোটামুটি প্রায় কষ্টহীন, আরামদায়ক একটা মৃত্যু হয়েছে।
স্বপ্নের মতো।

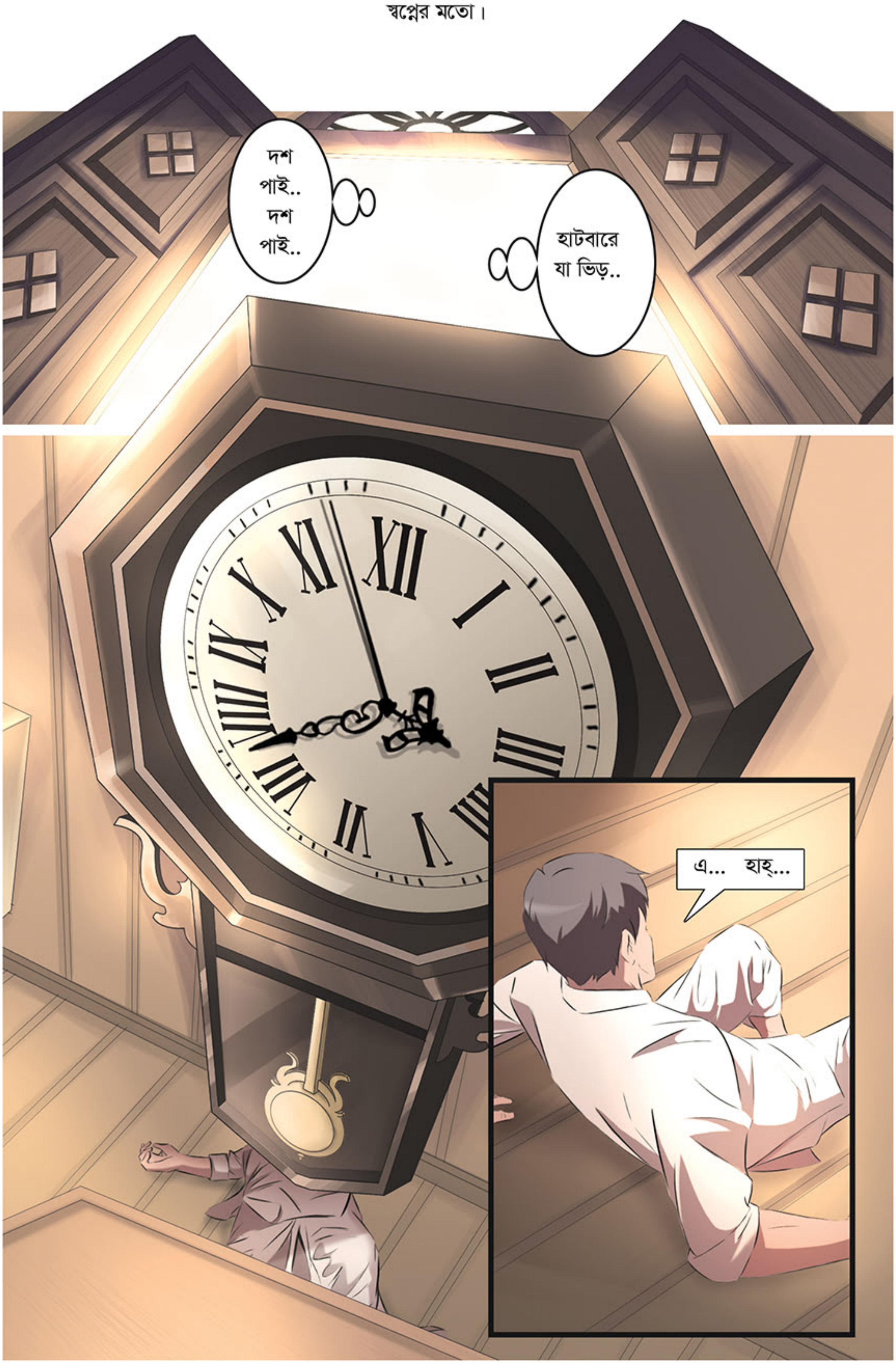

তাহলে কি আমার মৃত্যু হয়নি!
মৃণ্ময়ীর দেওয়া ঘড়িটা নেই!

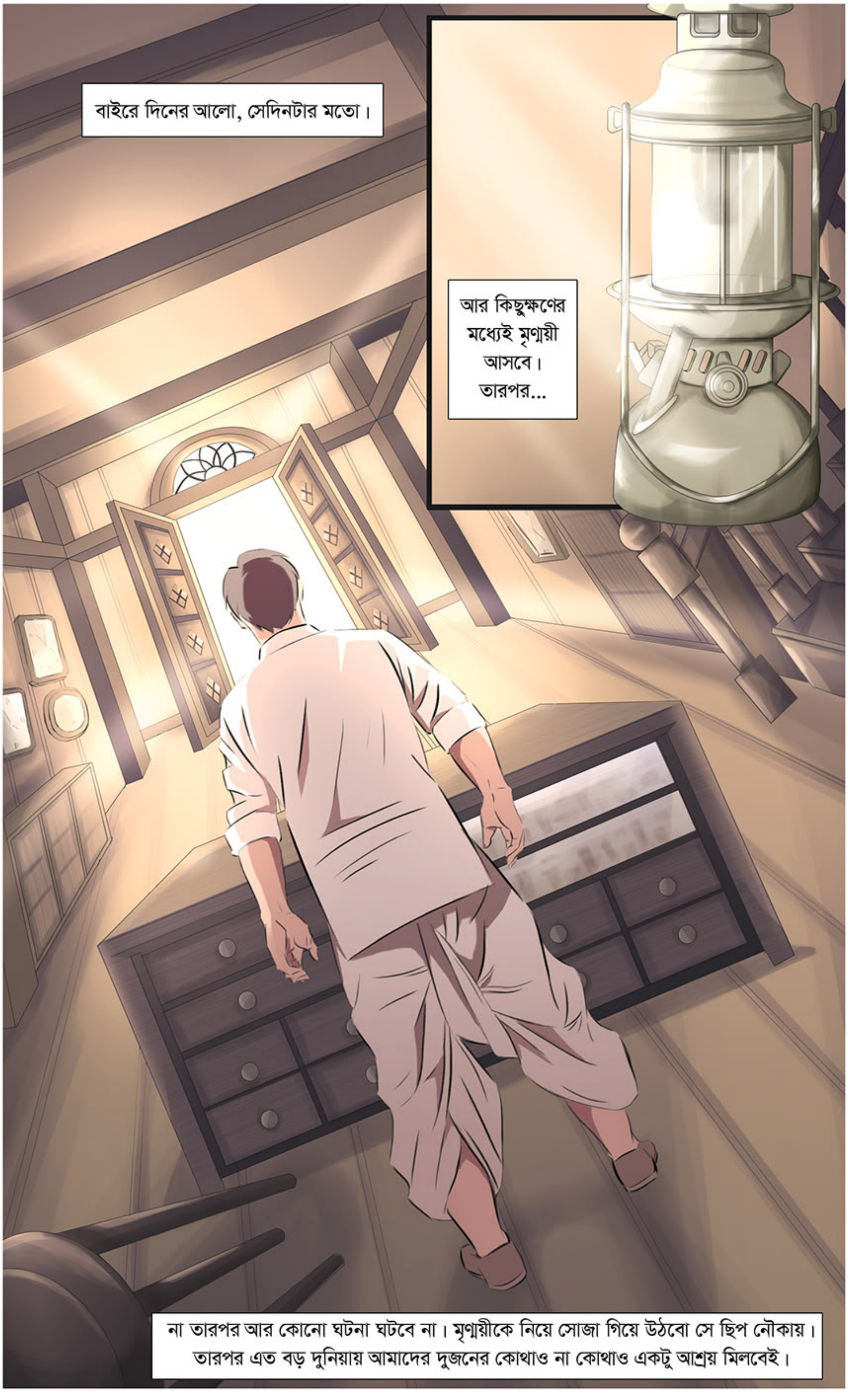
বাইরে দিনের আলো, সেদিনটার মতো।
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃণ্ময়ী আসবে। তারপর...
না তারপর আর কোনো ঘটনা ঘটবে না। মৃণ্ময়ীকে নিয়ে সোজা গিয়ে উঠবো সে ছিপ নৌকায়। তারপর এত বড় দুনিয়ায় আমাদের দুজনের কোথাও না কোথাও একটু আশ্রয় মিলবেই।